SHATABDIR KOLKATA

শতাব্দীর কলকাতা

A Fortnightly Bengali Newspaper• বর্ষ-১১, সংখ্যা-১-২ • ১-১৫ মে ২০২৬ • Vol-11, Issue-1-2; 1-15 May 2026 • মূল্য- ১টাকা

এক মুহূর্তের জন্যে হলেও
তাঁদের মনে একবারও কি এসেছিল
এই চিন্তা
যে ওঁদের হাত দিয়ে যা কিছু হয়েছে,
তা ভাল হয়নি?
যদি এসে থাকে,
তা হলে মহাকাল তাঁদেরকে
কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না,
আর যদি না এসে থাকে,
ইতিহাস কখনো তাঁদের ক্ষমা
করবে না।

অটল বিহারী বাজপেয়ী
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

বিজেপির প্রথম মন্ত্রিসভা

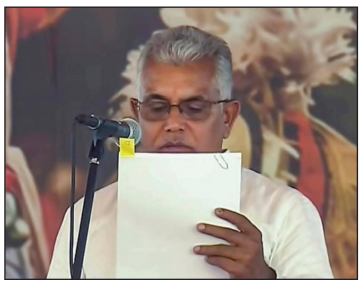

দিলীপ ঘোষ, গ্রামোন্নয়ন ও প্রাণী সম্পদ দফতর

অগ্নিমিত্রা পাল, নারী ও শিশুকল্যাণ দফতর

নিশীথ প্রামাণিক, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

ক্ষুদিরাম টুডু, আদিবাসী কল্যাণ দফতর

অশোক কীর্তনিয়া, খাদ্য দফতর

তৃণমূল বিধায়কের শপথ

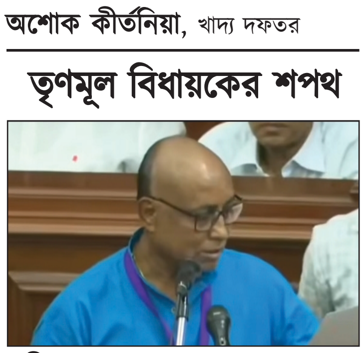

রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রাম বিধানসভা

জনাদেশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

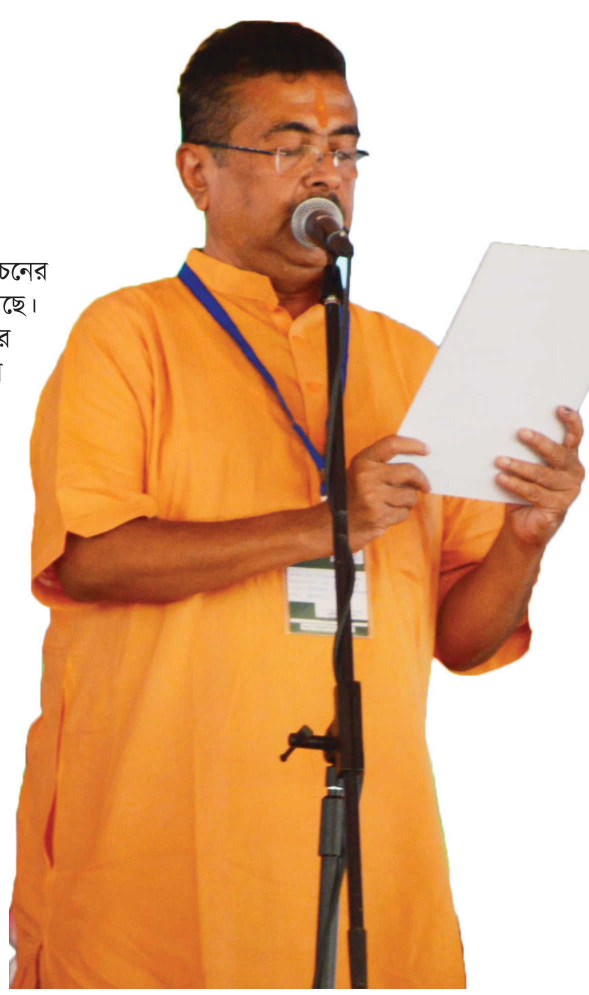

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। পনের বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে সরিয়ে বিপুল জনাদেশে বিজেপির সরকার মসনদে বসেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন হয়েছে। রাজ্যসরকারের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ১৯৬৭ সালে অবিভক্ত মিদনাপুর জেলার বরেণ্য ব্যক্তিত্ব অজয় মুখার্জির পর ২০২৬ সালে পূর্ব মিদনাপুর জেলার ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হলেন। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল সহ আরও পাঁচ জন মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। বিগত সোমবার নবান্নে মন্ত্রী সবার বৈঠক করে অবিলম্বে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করা, অসুরক্ষিত সীমান্তগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জমি বি এস এফ এর হাতে ৪৫ দিনের মধ্যে তুলে দেওয়া, বিজেপির শহীদ পরিবার গুলির দায়িত্ব নেওয়া, চাকরির জন্য আবেদনের বয়স সীমা পাঁচ বছর বাড়ানো ইত্যাদি ৬টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। আগামী সপ্তাহে আরও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দীর্ঘ পনেরো বছর যাঁরা শাসন করেছেন, মূলত তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, পুলিশের দলদাস হয়ে কাজ করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করা,সিন্ডিকেট রাজ , তোলাবাজি ইত্যাদি নানা অভিযোগ গুলি এতটাই জোরালো ভাবে বিরোধীরা জনমানসে তুলে ধরেছিলেন যা মানুষ বিশ্বাস করে ও কিছুটা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে পরিত্রাণের একমাত্র বিকল্প হিসাবে বিজেপিকে ভোট দেন। কার্যত বাম - কংগ্রেস - আই এস এফ প্রভৃতি দলগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে রাজ্যে যদিও তারা ৫/৭ টি আসন পেয়েছে আর শতাংশের বিচারে খুব উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলতে পারেনি।

এবারের ভোটে সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের থেকে বেশ কিছুটা সরে একটা অংশ যেমন বাম - কংগ্রেস - আই এস এফ পেয়েছে তেমনি বিজেপির ঝুলিতেও সংখ্যালঘু ভোট গিয়েছে কিছুটা। হিন্দু ভোট গত বিধানসভা নির্বাচনের থেকে এবারে অনেক বেশি একত্রিত হয়েছে। বিজেপি গতবার হিন্দু ভোট ৫২ শতাংশ পেলেও এবার সেটি ৬০/৬২ শতাংশ পেয়েছে।

সাধারণ মানুষের যেমন বিপুল সমর্থন এই সরকার পেয়েছে তেমনই এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা পর্বত সমান। রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। ৮ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ, মাথাপিছু প্রায় ৮০ হাজার টাকা। ভোটের আগে বিজেপির পক্ষ থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহিলাদের মাসিক তিন হাজার করে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া, বেকার যুবকদের তিন হাজার করে মাসে ভাতা দেওয়া, গৃহস্তদের প্রতি মাসে তিনশো ইউনিট বিদ্যুৎ ছাড় দেওয়া সহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পাশাপাশি আগের সরকারের চালু করা লক্ষীর ভাণ্ডারের মতো জনস্বার্থবাহী প্রকল্প গুলি চালাতে এবং নতুন করে আরও কিছু উদ্যোগ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্যের ভান্ডারে নেই। ডবল ইঞ্জিন সরকারের ফলে যদি কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেন তাহলে সমস্যার কিছুটা নিরসন হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে , যদিও এইধরনের প্যাকেজ ঘোষণা করা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে হয়। আর যদি রাজ্য সরকার অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে পারেন তাহলেও একটা পথ থাকবে।

বর্তমানে সদ্য ক্ষমতায় আসা রাজ্য সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এই রাজ্যের বেকারদের চাকরি, নতুন শিল্প স্থাপন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, রাজ্যে বিগতদিনের দুর্নীতি গুলির সঠিক তদন্ত করে অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষক নিয়োগ, মহিলাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, জেলায় জেলায় এবং কলকাতার হাসপাতাল গুলিতে পরিকাঠামোর উন্নতি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের মন থেকে ভয় দুর করা, সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা, অভয়ার প্রকৃত বিচার - এইরকম কতকগুলি বিষয় নিয়ে নতুন সরকার নিশ্চই ভাববেন এবং মানুষের আশা পূরণ করবেন বলে মনে করি।

বিজেপি নেতৃত্ব, বিশেষ করে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে আশ্বাস রাজ্যের মানুষকে দিয়েছেন সেদিকে লক্ষ রাখবেন বলে বিশ্বাস রাখি।

সরকার সদ্য ক্ষমতায় এসেছে সব সমস্যার সমাধান, মানুষের সব প্রত্যাশা পূরণ রাতারাতি হবেনা, করা সম্ভব নয় এটা সত্য। প্রতি বিরোধী দলের সদর্থক ভূমিকা পালন করা উচিত। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। একটি নতুন সরকারের মধুচন্দ্রিমা সময়কাল হিসাবে অন্তত প্রথম ৬ মাস থেকে এক বছর বিরোধীদের বিপ্লব করলে ভুল হবে। সরকারের ভুল কাজটি সরকারকে সরিয়ে দিয়ে সুধরোবার সময় দেওয়া দরকার।

ছবি - অসীম পাল

“কলকাতার ছেলে দেখি কেমন হাঁটতে পারো”

সুকুমার মণ্ডল

রাজনৈতিক পালাবদল হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে উত্থান হল পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনকাল। বাংলার জনতা জনার্দন বিধানসভা নির্বাচনে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলো বিজেপিকে। ২০৭ আসনে অগ্রাধিকার পেয়ে বাংলার মসনদ দখল করলো মোদি-শাহ র নেতৃত্বে শুভেন্দু- শমিকের যুদ্ধের মুখ কে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি। ২০০৬ সাল থেকে বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়। তখন থেকেই তার সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনে আমি যুক্ত থেকেছি। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলন একসঙ্গে আমরা পদযাত্রা থেকে অনশন,পথ অবরোধে সামিল হই। “কলকাতার ছেলে দেখি কেমন হাঁটতে পারো “ এইভাবেই আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সোনাচূড়া থেকে অধিকারীপাড়া পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তিনি আমার হাত ধরে হেঁটেছিলেন। তিনি হাঁটছেন, আমি দৌড়াচ্ছি। উনি খুব হাঁটতে পারেন। প্রচণ্ড পরিশ্রমী মানুষ। ২০০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হন। তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন বিভাগ সহ বিভিন্ন দপ্তর তিনি সামলেছেন। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। নন্দীগ্রামের আন্দোলনে তিনি সরাসরি নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন। তিনি তার কাঁথির বাড়ি থেকে আমাদের তৃণমূল নেতৃত্বদের নিয়ে একটি সংগঠন করেছিলেন “জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদ”। যার সভাপতি ছিলেন দিপ্তীমান বসু। আমি সহ সভাপতি ছিলাম। তিনি প্রচণ্ড কর্মঠ এবং সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন, কিভাবে কাঁদানে গ্যাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। গামছা ভিজিয়ে চোখের উপর বেঁধে কি ভাবে টিয়ার গ্যাসের থেকে প্রতিহত হওয়া যায়। সোনাচূড়ার মাঠে সভা হয়। জমি রক্ষা কমিটি শুভেন্দুদা তৈরি করেছিলেন। আমিও সেই মঞ্চে ছিলাম। তার আগে সিঙ্গুর আন্দোলন হয়। ২১ টি দল নিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। সেখানে অনেক ক্যাম্প হয়। আমরা জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদের ১৮ নম্বর ক্যাম্প ছিল। সেখানে তিনি আসতেন এবং আমাদের সঙ্গে বসতেন। আমাদের শক্তি যোগাতেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আমাদের উজ্জীবিত করত। পরবর্তীতে মেধা পাটকার ও অনুরাধা তলোয়ারের নেতৃত্বে আমরা ১০ নম্বর গেটে অবরোধ আন্দোলন করি। সরকার মেনে নেয়। ধর্ণা মঞ্চ উঠে যায়। এরপর আমরা পথ অবরোধ করি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা সিঙ্গুর আন্দোলনে ২১ টি সংগঠনকে নিয়ে সামিল হই। এইখানে আমরা দেখেছি শুভেন্দু অধিকারীকে সাহসের সঙ্গে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে।

২০২০ সালে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়েন । এবং বিজেপিতে যোগদান করেন। এরপর বিরোধী দলনেতা হয়ে তিনি কাজ করেন। মানুষের জন্য কাজ করার অদম্য ইচ্ছা তার আছে। ২০২৬ তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। বাংলার ভালো হোক, উন্নয়ন হোক। বাংলার মানুষ ভালো থাকুক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকুক। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ভালোবাসা রইলো।

শতাব্দীর কলকাতা
সম্পাদকীয়
১৭-৩১ বৈশাখ- ১৪৩৩
১-১৫ মে ২০২৬

জয় হোক মানবতার

সুদীর্ঘ মুঘল সাম্রাজ্য। ২০০ বছরের ব্রিটিশ রাজত্ব। ৩৪ বছরের বাম জামানা। ১৫ বছরের তৃণমূল শাষন। কোন কিছুই স্থায়ী নয়। অবিনশ্বর বলে কিছু নেই। সকলকেই কালের নিয়মে সরে যেতে হয়। তবু সততার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন মানুষের মধ্যে থাকার অধিকার, সাধারণ মানুষই করে দেয়। কিন্তু ধ্বংস জেনেও বেশ কিছু রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব নিজেদের ঈশ্বরের ওপরে ভাবতে শুরু করেন। আর সেখান থেকেই হয় পতনের সূচনা। শুধু সময়ের অপেক্ষা। সঠিক সময়ে কর্মফলের উচিত শিক্ষা দেয় জনগণ। যেমন ২০১১। ঠিক তেমনি পুনরাবৃত্তি ঘটল ২০২৬।

এখন দেখার বাংলার মানুষের আশীর্বাদে যারা ক্ষমতায় এলেন, তাদের পরিষেবা, সৎ চিন্তাভাবনা, সাধারণ মানুষের হিতার্থে নিজেদের নিয়োজিত করার মানসিকতা ও ত্যাগ তাদের কতদিন স্থায়ীত্ব করতে পারে।

“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই” চন্ডীদাসের এই বাক্য যেন বারবার ঘুরে ফিরে এই সমাজেই ফিরে আসে। জয় হোক মানবতার।

জলঙ্গি সংস্কার ও অঞ্জনা নদী উদ্ধার প্রধান লক্ষ্য : তারক

পার্থসারথি ভট্টাচার্য : কৃষ্ণনগরের জলঙ্গি ও অঞ্জনা নদীকে মুমুর্ষ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাকে সংস্কার করাই তার প্রধান কাজ বলে জানান কৃষ্ণনগরের বিজেপি বিধায়ক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন কৃষ্ণনগরের মানুষের আবেগ অঞ্জনা নদীকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এছাড়াও কৃষ্ণনগর শহরে চলার পথে মানুষের যে সমস্যা রয়েছে সেগুলোকে বিধানসভায় তুলবেন এবং তার বিধানসভার সার্বিক উন্নয়ননি তার প্রধান কাজ। আর এই উন্নয়ন জনসংযোগের মাধ্যমেই তিনি করবেন বলে জানান।

বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধের বার্তা বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জীর

সঞ্জয় সেনগুপ্ত : বারাসতের নবনির্বাচিত বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জী সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন। এলাকায় উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর বিশেষ জোর দেবেন তিনি।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, বারাসত এলাকায় লোটো, সাট্টা জুয়া-সহ বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের সামাজিক পরিবেশ

নিরাপত্তা ও সুস্থ গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি। পাশাপাশি রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকল মানুষের জন্য কাজ করার আশ্বাসও দেন নবনির্বাচিত বিধায়ক। দলীয় সংগঠন প্রসঙ্গে শঙ্কর চ্যাটার্জী বলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন তৃণমূল করতেন অথচ এখন সুযোগ বুঝে বিজেপির দিকে ঘেঁষতে চাইছেন, তাঁদের দলে নেওয়া হবে না। আদর্শ এবং সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠাকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিতে চান বলে জানান।

এছাড়াও বারাসতের মানুষের সুবিধার জন্য নতুন কার্যালয় তৈরি করেছেন। পাশাপাশি চাঁপাডালির মোড় এলাকাতেও আরেকটি কার্যালয় গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যাতে ওই এলাকার বাসিন্দারাও সহজে যোগাযোগ করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, দলীয় কাজ এবং সরকারি কাজকে কখনোই একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হবে না। দলীয় কাজ দলীয় নিয়ম মেনেই চলবে এবং সরকারি কাজ হবে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী।

নতুন সরকার সংবাদজগতের জন্য কি ভাববেন?

সঞ্জীব চাকী

বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকারকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন শতাব্দীর কলকাতা পরিবারের পক্ষ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা তৈরী হয়েছে। আশারাখি এই মন্ত্রীসভার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সাংবাদিক ও স্থানীয় সংবাদপত্রের দিকে নজর দেবেন। বর্তমানে বাংলায় কয়েকশো স্থানীয় সংবাদপত্র প্রকাশ হয়। কিন্তু তাদের বেহাল অবস্থা। সারা বছর তারা যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাঁদের হয়েই খবর প্রকাশ করে যায়। কিন্তু রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো বিশেষ সুবিধা বা বিজ্ঞাপন পায়নি। যার ফলে এই সংবাদপত্রগুলি ধুকছে। বিগত সরকারের সময় দৈনিক সংবাদপত্র গুলি বেশি অঙ্কের বিজ্ঞাপন পেয়ে এসেছে। স্থানীয় সংবাদপত্র গুলি সরকারের উন্নয়নের খবর তুলে ধরে সাধারণ মানুষের কাছে। বর্তমান সরকার যদি সমস্ত সংবাদ পত্র গুলির দিকে নজর দেন তাহলে উপকৃত হবে। এই সরকারে চার জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন যারা সাংবাদিক ছিলেন। তারা হলেন স্বপন দাশগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, মানব গুহ ও সন্তু পান। বিগত সরকার সাংবাদিকদের জন্য ‘মাভৈ’ স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করে ছিল। কিছু দিন চলার পর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশাসনিক সভা থেকে বন্ধ করে দেন। সেই সভায় এক মহিলা সাংবাদিক প্রস্তাব রাখেন ‘মাভৈ’ প্রকল্পটি কেশলেশ করার জন্য। চার সাংবাদিক বিধায়কের কাছে আবেদন থাকবে আপনারা স্থানীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের পাশে থাকবেন এবং বিধানসভায় আপনাদের এই সতীর্থদের সমস্যার কথা তুলে ধরবেন। এর আগে অনেক সাংবাদিক রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসে তাঁদের সতীর্থদের কথা ভাবেনি শুধুই নিজেদের আখের গুছিয়েই চলে গেছে।

স্কুল ও কলেজ কমিটি গড়তে ভোট হবে কি?

রিয়া সাহা

গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকারের আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা তলানিতে। এসএসসি, টেট বা প্রাথমিক চাকরির পরীক্ষার বেহাল অবস্থা। অন্যদিকে স্কুল কলেজ গুলিতে ভোট হয়নি দীর্ঘদিন। শেষ ভোট হয় সিপিএমের সময়, আজ থেকে ১৫ বছর আগে। সেই সময় স্কুল পরিচালন কমিটিতে থাকতো অভিভাবকরা। স্কলের সভাপতি হত কোনো অভিভাবক। তৃণমূল জমানায় সভাপতি হয়েছে স্কুল এলাকার পুরপিতা বা তার কোনো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। একই অবস্থা কলেজ ইউনিয়ন গুলোর। এখানেও ভোট হয়নি দীর্ঘদিন। শেষ ভোট হয়েছে ২০০৯ সালে। ২০১১ সালের পর থেকে আর ভোট হয়নি। ২০০৯-১০ সালে দেখা গিয়েছিল স্কুল ও কলেজ দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এস এফ আই-এর মধ্যে মারামারি সংঘর্ষ। বর্তমানে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আসার সাথে সাথেই আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদার্থী পরিষদ কিছু কিছু কলেজে তারা তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। নতুন এই সরকারের কাছে আশা রাখা যাক যে কয়েক মাসের মধ্যে কি তারা স্কুল কলেজের হাল ও সুন্দর পরিচালন কমিটি তৈরী করবে।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকেই অসাধারণ মেধা ও নেতৃত্বগুণের পরিচয় দেন শ্যামাপ্রসাদ। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন। তাঁর সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক আধুনিক ও প্রগতিশীল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা আজও প্রশংসিত।

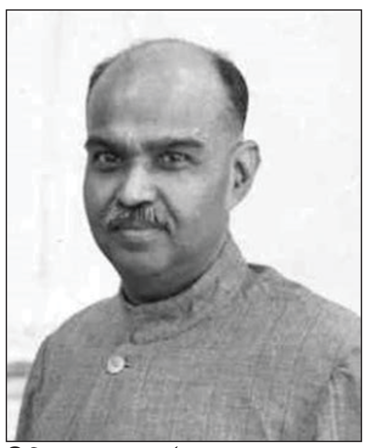

স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম মন্ত্রিসভায় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন তিনি। তবে জাতীয় স্বার্থ ও নীতিগত মতপার্থক্যের কারণে পরে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি হিসেবে পরিচিতি পায়। দেশের অখণ্ডতা, সাংবিধানিক সমতা ও জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা। বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে তাঁর ভূমিকা ও আন্দোলন আজও ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

১৯৫৩ সালে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর আদর্শ, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক দর্শন আজও বহু মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর অবদান ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তাঁর আদর্শ এবং তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বর্তমান সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, দুজনেই শ্যামাপ্রসাদের কাজকে সম্পূর্ণ করবার লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছেন এই নতুন সরকারের দায়িত্ব নিয়ে।

কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমির কবিপ্রণাম

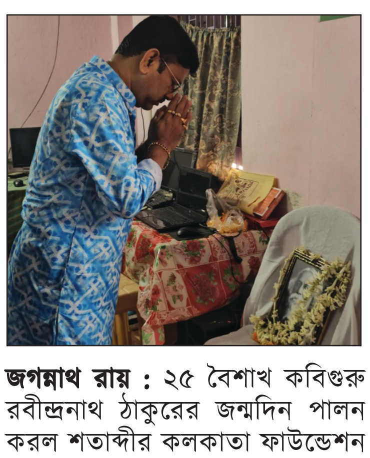

জগন্নাথ রায় : ২৫ বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করল শতাব্দীর কলকাতা ফাউন্ডেশন ও কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমি। ফাউন্ডশনের চেয়ারম্যান সুকুমার মণ্ডল ও কলকাতা ইউথ কম্পিউটার অ্যাকাডেমির শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা।

বাংলার বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণের ছবি

ছবি- অসীম পাল ও কুন্তল চক্রবর্তী

স্বত্বাধিকারী অঞ্জনা খাঁ কর্তৃক ১ নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বিসিপি কম্পিউটারস্, ১/১৩, কে.এন.সি রোড, অশোক মার্কেট-২, বারাসত, কলকাতা-১২৪ হইতে মুদ্রিত।
প্রধান সম্পাদক: সুকুমার মণ্ডল সম্পাদক: সঞ্জীব চাকী

Printed, Published and Owned by Anjana Khan, Published from 1 No. Sreenagar, Madhyamgram, Kolkata- 129 and Printed at BCP Computers, 1/13, K.N.C. Road, Ashok Market-2, Kolkata- 124.
Contact No.: **8583007758** / Whatsapp No.: **9804160667**, E-mail: **shatabdirkolkata2014@gmail.com, website: www.shatabdirkolkata.com/shatabdir-kolkata-news-paper**
Editor in Chief: Sukumar Mandol **Editor: Sanjib Chaki**